PRICE Rs. 5/-

শিশুভবন পত্রিকা

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের মুখপত্র
AN ORGAN OF NEHRU CHILDREN'S MUSEUM

SISHUBHAVAN PATRIKA

খন্ড - ৪৩ ঃ সংখ্যা - ১ ও ২ ঃ জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ২০১৮ *visit our website : www.nehrumuseum.org* **Vol- 43 : No - 1 & 2 : January & February 2018**

জীবন নয় - জীবনের কথা

যুগল শ্রীমল
(৮-১০-১৯১৯ - ১৮-০২-১৯৯৬)

আর এক বছর বাদেই একশো বছরে পা দেবেন যুগল শ্রীমল। বহু মানুষের একশোবছর পালিত হয় নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই একশো বছরকে পূর্ণরূপে দেখার মানুষও খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। খন্ড খন্ড ভাবে সেই ব্যাক্তিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। যুগল বাবুর ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম। মানুষটি এত গল্প করতে ভালবাসতেন যে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁর পৃথিবীকে অনায়াসলভ্য করে দিতে পেরেছিলেন। সঙ্গে তো আছেই তাঁর অনবদ্য সৃষ্টিগুলি। নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম, জওহর শিশু ভবন, বিদ্যাসাগর একাডেমি, অঙ্কুর, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, মেধা অনুসন্ধান প্রতিযোগিতা - সবই তো একই নিয়মে একই আবর্তনে ঘুরে চলেছে। সেই চাকাগুলি একটি থামিয়ে প্রশ্ন করলেই তো শতবর্ষের ইতিহাস জানা হয়ে যাবে।

১৯৪৫ সালে যখন জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদ তৈরী করলেন তখন তিনি ২৭ বছরের যুবক। কৈশোর থেকে যৌবনের দশ বারোটি বছর তো চলে গেছে পড়াশোনা, ব্যবসা, এ দেশ ও দেশ ঘোরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে নানান গঠনমূলক কাজে। ১৯৪৫ থেকেই তাঁর কাজ যেন একটা নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হতে চাইল। নির্দিষ্ট ধারা ছিল বলেই সব কাজকে তিনি লিপিবদ্ধ করে যেতে পেরেছেন। তাই একশো বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে যুগল শ্রীমলকে আজকের প্রজন্মের কাছে চরিত্রায়িত করতে কোনও বেগ পেতে হয় না।

ব্যক্তি যুগল শ্রীমল তো কোনওদিন নিজের সামর্থ্যকে অতিক্রম করতে চান নি। প্রখর বাস্তব বুদ্ধি, স্থিত প্রাজ্ঞ ভাব, চরিত্রের দৃঢ়তার সঙ্গে সমাজ সংসারের প্রতিটি বিষয়কে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিচার করার ক্ষমতা তাঁকে এতটা ক্ষমতা এনে দিয়েছিল যে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের ছ-তলা বাড়ী তৈরী করার পরও ভাবতে পারেন কয়েক কিলোমিটার জুড়ে টয়ট্রেন তৈরী, রবীন্দ্র সরোবরে বিদ্যাসাগর শিশু একডেমীর অত বড় বাড়ী বা অঙ্কুরের চারতলা অট্টালিকা তৈরী করার কথা। এই ভাবনা চিন্তার জগতটাতে তো তিনি একা মানুষ। সবার সঙ্গে আলোচনা করতেন ঠিকই কিন্তু সিদ্ধান্তটা নিজের।

পূর্বভারতের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজক তো প্রাথমিক ভাবে নেহরু মিউজিয়াম। প্রায় দেড়শো স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদর্শনী। তার স্টল থেকে শুরু করে, খাওয়া দাওয়া, থাকার ব্যবস্থা, মানুষজনের আপ্যায়ন - যেন এক রাজসূয় জজ্ঞ। যাঁরা এইসময় কাজ করেছেন তাঁরা জানেন প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব ভাগ থেকে পুরস্কার বিতরণ - সবই এক মস্তিষ্ক প্রসূত। যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁরাও জানতেন কাজটা তাঁরা "**যুগল দা**"-র জন্যেই করছেন।

কিংবা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা বাড়তে বাড়তে তা এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেল যে সাত হাজার প্রতিযোগীকে বসানোর জন্য নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে একদিনে দু-বার আয়োজন করতে হল। আজকের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের যুগে হয়ত এটি তেমন কোনও ব্যাপার নয়, কিন্তু শুধুমাত্র ল্যান্ডলাইন, পোষ্টকার্ড আর ইনল্যান্ডের যুগে কাজটাকে "অকল্পনীয়" বললেও বোধ হয় ভুল বলা হবে না।

আজকের মোবাইল, ইন্টারনেট, হোয়টসঅ্যাপ-এর যুগে পঞ্চাশ বছরের একটি প্রতিষ্ঠানের কাজগুলি হয়ত বৈচিত্র্যহীন - তবু মনে হয় এই সবের হাত ধরেই তো আজ নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামে প্রতি বছর আঁকা শিখেছে প্রায় হাজার শিশু-কিশোর, ভরতনাট্টম, কথক, সৃজনশীল নাচ শিখছে তিনশো শিক্ষার্থী, নাটকে অংশগ্রহণ করছে দুশো ক্ষুদে শিল্পী।

এই স্বপ্নই তো একশো বছরের যুগল শ্রীমল দেখেছিলেন।

Happy Birthday To Our Little Friends .... February 2018

Anusmita Saha	01	Ashmita Basak	10	Ranadeep Roy	17
Rikita Sarkar	02	Debayanti Roy	10	Shreyi Bhattacharjee	19
Sharanya Chakraborty	04	Disha Bose	11	Sampurna Dutta	22
Rishika Dasgupta	06	Kashyapi Kollay	16	Wriviwrasha	22
Anishka Pal	06	Rituraj Das	16	Ayushi Hazra	23
Anamika Bera	08	Angana Bhattacharya	16	Advik Keshri	23
Sneha Das	09	Semanti Mondal	17	Meghdatta Roy	26
Samarpan Paik	09	Suryadeep Dey	17	Priyadarshini Nag	27
Sanskriti Roy	09			Tamojoy Srimany	28

Happy Birthday To Our Little Friends .... March 2018

Mritsa Sengupta	01	Krishnendu Halder	05	Abhipsa Koley	19
Manapriyadip Nath	01	Sarmindra Nath Sasmal	07	Sromona Sengupta	19
Soujanya Roychowdhury	01	Nancy Mandal	07	Ditipriya Gupta	19
Aritro Sen	01	Samriddhi Das	08	Palabi Lenka	19
Deepdata Bala	01	Shreyosi Manna	09	Biswayan Saha	21
Aritro Sen	01	Ankana Ghosh	12	Clara Goswami	22
Arunika Dey	02	Sampurna Chattopadhyay	12	Uchhas Pal	23
Sreeriddha Dutta	02	Samriddhi Ghosh	12	Sara Mitra	26
Debanik Ghosh	02	Anushaka Paul	13	Anupam Saha	27
Senjuti Das	03	Rudranil Mukherjee	14	Subhasini Mishra	30
Aditri De	05	Shreyan Naha	14	Piyush Rakshit	31
Srija Sen	05	Agnibha Banerjee	15	Solanki Saha	31
Deepro Sen	05	Arya Ghosh	18	Anandi Chanda	31

Congratulations

On 27th December 2017 we (Anusua Dey and Aishi Choudhury) dance students of Nehru Children's Musuem participated in Bharat Sanskriti Utsav organised in the Jarasako Thakurbari, 10th All Indian Classical Music, Dance, Folk Dance, Painting, Recitation Competition and 13th International Festival of Indian Art and culture.

Contestants from all over India participated in different categories. We stood third in Bharatnatyam, categary-Duet.

This was possible due to the co-operation of our Guru Smt Reshma Sen, Nehru Children's Museum and obviously our parents.

We wish you'll success in life.

Thank You Donors

Alakananda Ray
Aloka Banerjee
Banshi Binode Bandyopadhyay
Dhrubojyoti Sengupta
Gayatri Ganguly
Ritoban Bhattacharya
Rekha Jain
(in memory of Late A. C. Jain)

It is with the help & donation from persons like you that we are in a position to run our projects efffectively for the last 44 years.

Strength does not come from physical capacity but from your inner will.

Never give up efforts, even if you fail. The benefit you derive is experience.

সৃজনী অনুষ্ঠান - রবীন্দ্রসদনে
১লা ফেব্রুয়ারী- ২০১৮
অংশগ্রহণে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম-এর ছাত্র-ছাত্রীরা

বছর শেষ মানেই প্রথম সৃজনীর প্রস্তুতি। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার ব্যস্ততা নেই। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মধ্যে ছুটি কাটানোর মেজাজ। রবীন্দ্রসদন চত্বর ঘিরে উৎসবের পরিবেশ। সৃজনীর মহড়াতে তাই কোনও খামতি নেই।

ছোটদের নিয়ে কাজের আনন্দ এটাই যে তাদের যেমন খুশী গড়ে নেওয়া যায়। তাই ''সৃজনী''র উদ্দেশ্য এটাই যে ছোটদের এই নমনীয়তাকে ব্যবহার করে অনুষ্ঠানের মাত্রা যতটা সম্ভবত উঁচুতে পৌঁছানো যায় তার চেষ্টা করা।

পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ছোটদের জন্য কাজ করে চলেছে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম। এ চলা শুধুই উত্তরণের। প্রতি বছরই চেষ্টা হয়েছে নতুন চিন্তাভাবনা দিয়ে আগের বছরকে টপকে যাওয়ার। বাংলা সংগীত জগতের অফুরন্ত খনি থেকে মণি মাণিক্য তুলে এনেছেন আমাদের প্রশিক্ষকরা আর প্রয়োগ করেছেন নিজস্ব সৃজনশীলতার রঙে রাঙিয়ে নিয়ে।

সারা পৃথিবী জুড়েই নানান অস্থিরতা। একদিকে মানবিকতার চূড়ান্ত অবমাননা অপরদিকে শক্তিমানের নির্লজ্জ আস্ফালন - দুটিই সুস্থ সংস্কৃতির পরিপন্থী। এই মুহূর্তে শিশুমনে যদি ছন্দ সুরের ফল্গুধারা ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে আগামী দিনে একটা সুন্দর পৃথিবীর কল্পনা আমরা করতেই পারি। পাঁচ দশক ধরে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম সেই কাজেই মগ্ন।

সৃজনী ২০১৮ শুধুই নাচের উৎসব। নানান আঙ্গিকে নানান প্রদেশের নানান নৃত্যশৈলীর আলোক বিচ্ছুরণ। বাইরের পৃথিবীর দমবন্ধকরা পরিবেশ থেকে তিনঘন্টার এক অপার্থিব মুক্তি।

বছরের শুরুতেই রবীন্দ্র সদনে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল সৃজনী ২০১৮। মূলত নাচের অনুষ্ঠান হলেও গানের বৈচিত্র্যে, ভাষ্যপাঠে এবং আলোক-চিত্র সম্পাতে সমস্ত অনুষ্ঠানটি মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে।

এবারের সৃজনী ছিল ঋতুনির্ভর। বিভিন্ন নৃত্যের আঙ্গিকে ছটি ঋতুর নানা রূপের বর্ণনা দিয়ে সাজানো হয়েছিল ''রূপান্তর''। প্রায় তিনশো শিশু ও কিশোরীর অপূর্ব পদচারণায় ছন্দিত হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রসদনের মঞ্চ। বছরের সমস্ত শিক্ষা যেন উজাড় করে দিতে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ ছিল শিক্ষার্থীরা।

ঋতুর গান বলতে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের নাম আসে। স্বাভাবিক ভাবেই চল্লিশটি গানের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত। পরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই ঘেরাটোপের মধ্যেই বাকী কুড়িটি গানের সঙ্গেও শিল্পীরা ছিল স্বচ্ছন্দ। এই গানগুলির মধ্যে যেমন ছিল ''ঝুঁটি মুটি'' তেমন ছিল ''দুগ্গা এল'' বা ''মারাং বুরু''। পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা কিন্তু সবক্ষেত্রেই পূর্ণমান পেতে পারে বিদ্যাসাগর একাডেমীর শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তারিফযোগ্য। সারা বছর ধরে তাঁরা নতুন নতুন গান শোনেন, তার কম্পোজিশন তৈরী করেন, শিক্ষার্থীদের শেখান এবং সবশেষে 'সৃজনী'তে উজাড় করে দেন সবটুকু। অভিভাবক-অভিভাবিকাদের তৃপ্তি এটাই যে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামে তাঁদের ছেলে বা মেয়েদের প্রশিক্ষণ নিতে এসে নতুন নতুন চিন্তাভাবনার শরিক হতে পারছেন।

অনুষ্ঠান সকলকে স্বাগত জানান যুগ্ম অধিকর্তা প্রবাল দত্ত, সঞ্চালনা করেন প্রণামী বসাক, ভাষ্যপাঠে ছিলেন শিখা মুখার্জী এবং সকলকে অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জানান অধিকর্তা সুদীপ শ্রীমল।

সৃজনী - ২০১৮

সৃজনী - ২০১৮

সৃজনী - ২০১৮

সৃজনী - ২০১৮

সৃজনী - ২০১৮

Forthcoming Programme

10th & 11th March	**Wall & Painting Craft Exhibition**	*Nehru Children's Museum*	10am. to 3pm.
17th & 18th March	do	*Nehru Children's Museum*	5pm. to 7pm.
24th & 25th March	do	*Nehru Children's Museum*	5pm. to 7pm.
30th March	**Sit & Draw Art Contest Preliminary Round**	*Nehru Children's Museum*	10am. to 3pm.
26th April	**Abriti Utsab**	*Gyan Manch*	5pm. onwards
27th, 28th & 29th April	**Painting Exhibition**	*Gaganendra Pradarshan Shala*	4pm. to 7pm.
1st May	**Final Round Sit & Draw Art Contest**	*Nehru Children's Museum*	10am. to 3pm.
5th & 6th May	**Rabindra Janmotsav**	*Nehru Children's Museum*	9am to 11am. & 5pm. to 7pm.
9th May	Rabindra Janmotsav	*Nehru Children's Museum*	5pm. to 7pm.

চাঁদের বক্ষে মানুষের উপনিবেশ

পূর্ণিমার রাতে অন্ধকার আকাশে যখন চাঁদ ওঠে তার মনোরম সৌন্দর্য আমাদের সকলের মনকেই ছুঁয়ে যায়। আর এই কারণেই বহু প্রাচীনকাল থেকে চাঁদ ছিল মানুষের কল্পনার জগতে। গল্পে, কবিতায়, গদ্যে, পদ্যে, নানা সময় আমরা চাঁদকে পেয়েছি, নানান রূপকথায়। দিদা ঠাকুমার কাছে শুনেছি চাঁদের কোনে চড়কা কাটা বুড়ির গল্প। এসবই ছিল নিছক কল্পনা। কিন্তু চাঁদ আর এখন শুধুমাত্র মানুষের কল্পনার জগতে সীমাবদ্ধ নেই। দীর্ঘকালীন পর্যবেক্ষনের ফলে মানুষ বুঝতে শিখেছেন চাঁদের গতিবিধি ও অবস্থান। কিন্তু তাতে কি মেলে সন্তুষ্টি? মানুষ রকেটে চেপে পৌঁছতে চাইলেন চাঁদে - ছুঁয়ে দেখার জন্য চাঁদের মাটি ঠিক কেমন, চাঁদের পৃষ্ঠে কালো কালো দাগ যেগুলিকে গ্যালিলিও গ্যালিলি আখ্যা দিয়েছিলেন Maria বা সমুদ্র সেগুলি আসলে কী চাঁদের পাহাড়ে কেমন দেখতে, চাঁদে আবহাওয়া আছে কি, মানুষ কি অদূর ভবিষ্যতে পারবে চাঁদের মাটিতে উপনিবেশ গড়তে?

চাঁদে উপনিবেশ গড়ার প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হল সেখানে জলের অস্তিত্ব খুঁজে বের করা। গ্যালিলিও যে চাঁদের বুকে বড় বড় সমুদ্র দেখেছিলেন তাতে কি আদৌ জল ছিল? বিজ্ঞানীরা পরবর্তীকালে দেখেছেন সমুদ্রগুলি শুষ্ক। সেগুলি বৃহৎ গহ্বর মাত্র। যে অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট ও রাতের তাপমাত্রা মাইনাস ১৭৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট সেখানে কি জল তরল অবস্থায় থাকা সম্ভব? দিনের বেলা রৌদ্রের প্রচন্ড তাপে আবহাওয়াহীন পরিবেশে জল বাষ্পীভূত হয় ও তা সূর্যরশ্মির দ্বারা বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-এ পরিণত হয়। হাইড্রোজেন হালকা হওয়ার ফলে মহাশূণ্যে হারিয়ে যায়। কিন্তু চাঁদের মেরু অঞ্চলের কাছে এমন কিছু গহ্বর (Crater) আছে যা চিরতরে অন্ধকারাচ্ছন্ন (permanently shadowed) যেখানে সূর্যরশ্মি কোন সময় পৌঁছয় না। এখানে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নীচে। এই সব অঞ্চলে থাকতে পারে জলীয় বরফ।

খুব কাছ থেকে পরী ক্ষা - নিরিক্ষা চালাতে মানুষ অবতরণ করল চন্দ্রপৃষ্ঠে - প্রথমবার ১৯৬৯ সালে অ্যাপোলো-১১ রকেটে চেপে। এরপর আরো পাঁচবার মানুষ চাঁদে অবতরণ করে। ১৯৭১ সালে অ্যাপোলো-১৪ র মহাকাশচারী খুঁজে পান জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব। ওই একই সালে অ্যাপোলো ১৫-র মহাকাশচারীরা চন্দ্র অভিযান সেরে ফেরার সময় সাথে আনেন সেখানকার পাথর, নাম-"**জেনেসিস**" (Genesis Moon Rock)। এই পাথরে অস্তিত্ব মিলল জলের। এখানে উল্লেখ করাটা প্রয়োজন, বিজ্ঞানীদের ভাষায় "চাঁদে জলের অস্তিত্ব" মেলার অর্থ হাইড্রক্সিল মৌলিক (hydroxyl radical) এর অস্তিত্ব পাওয়া যা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরী, জলের ও উপকরণ। হাইড্রক্সিল অন্য পদার্থের সাথে যৌগিক অবস্থাতেও থাকতে পারে।

সূত্র মিলতেই উৎসাহ চরমে। তৈয়ারী চলল আরো অনেক মহাকাশযান উৎক্ষেপন চাঁদের উদ্দেশ্যে।

এরপর ১৯৯৪ সালে নাসার Clementine মহাকাশযান প্রথম চাঁদের দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলে চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে জলের অস্তিত্বর কথা জানায়। Clementine-এর ট্রান্সমিটার থেকে রেডিও তরঙ্গ পাঠান হয় দক্ষিণ মেরুর কাছে গহ্বরে। তরঙ্গের প্রতিধ্বনি বিশ্লেষণ করে খোঁজ মেলে জলীয় বরফের।

চাঁদের বক্ষে মানুষের উপনিবেশ

১৯৯৮ সালে নাসা পাঠাল Lunar Prospector মহাকাশযান। এই মহাকাশযানের ''নিউট্রন স্পেকট্রমিটার'' এর সাহায্যে মাপা হল দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের হাইড্রোজেনের পরিমাপ। মিলল হাইড্রোজেন এবং তার পরিমান বাড়তে লাগল দক্ষিণ মেরু অভিমুখে। হাইড্রোজেনের উৎপত্তি নয় জলীয় বরফ নয় হাইড্রক্সিল মৌলিক যা কোন পদার্থের সাথে যৌগ হিসাবে রয়েছে।

Clementine ও Lunar Prospector এর তথ্য অনুযায়ী নাসার বিজ্ঞানীদের ধারণা দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে জলীয় বরফ রয়েছে প্রায় ১-৩০ ঘন কিমি. অঞ্চল জুড়ে। ১৯১৯ সালে Lunar কে আছড়ে ফেলা হল দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলের ''সুমেকার গহ্বরে'' (Shoemaker Crater) গহ্বর থেকে ছিটকে উঠল জলীয় বরফ।

২০০৭এ জাপান পাঠাল "Kaguya" মহাকাশ যান। সাথে পাঠান হল অত্যন্ত উচ্চমানের সেনসর সম্পন্ন গামারশ্মি স্পেকট্রমিটার - কিন্তু মিলল না জলীয় বরফের খোঁজ। এরপর ২০০৮ সালে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো (ISRO) পাঠাল ''চন্দ্রযান-১'' মহাকাশ যান। ১৪ নভেম্বর চন্দ্রযান থেকে মুক্ত করা হল ''মুন ইম্প্যাক্টর প্রোব'' (Moon IMpactor Probe) যা আছড়ে পড়ল দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের স্যাকেলটন গহ্বরে (Shakleton Crater)-এ। এবারও ছিটকে উঠল গহ্বরের ধ্বংসাবশেষ যা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিৎ হলেন যে চাঁদের দক্ষিণ মেরুঅঞ্চলের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রয়েছে হাইড্রোজেন ও হাইড্রক্সিল মৌলিক। চন্দ্রযানে পাঠান মুন মিনারলোজী ম্যাপার (Moon Mineralogy Mapper) চন্দ্রপৃষ্ঠে পেয়েছে জলের মৌলের সন্ধান।

২০০৯ সালে নাসা পাঠাল Lunar Reconnaissane Orbiter ও Lunar Cater Observation & Sensing Satellite (LCROSS)। চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের কেবিউস গহ্বরে (Cabues Cater) আছড়ে পড়ল LCROSS। আবারও একবার প্রমাণিত জল জলীয় বরফ ও হাইড্রক্সিল মৌলিক এর অস্তিত্ব।

এখন বিজ্ঞানীরা নিশ্চৎ চাঁদে রয়েছে জলীয় বরফ। বরফ গলিয়ে সেই জল বিয়োজন করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলবে। হাইড্রোজেনকে জ্বালানি রূপে ব্যবহার করা যাবে ও অক্সিজেন লাগবে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য। ফলে চাঁদে উপনিবেশ গড়া খরচ সাপেক্ষ হলেও সম্ভব। নাসার চিন্তা ভাবনা রয়েছে চাঁদের উত্তর বা দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের নির্মান করবে একটি ফাঁড়ি Lunar Outpost। এটি নির্মাণ করতে লাগবে প্রায় পাঁচ বছর। সেখানে ছ-মাসের জন্য মানুষ মানুষ গিয়ে বসবাস করতে পারবে এমনই ব্যবস্থা করা হবে। অদম্য আগ্রহে তাকিয়ে হইলাম চাঁদের বক্ষে পৃথিবীর মানুষের উপনিবেশ গড়ার সেই দিনটির দিকে।

শিল্পী সরকার গুপ্ত
সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট
এম.পি.বিড়লা তারামন্ডল

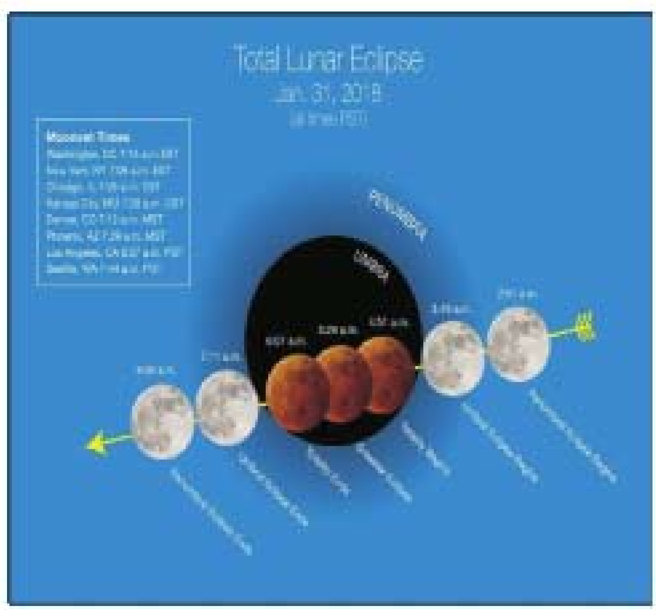

প্রবীর রায় (পিন্টু)

কলকাতায় থাকলে যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আন্তরিকতায় মোড়া সেই নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের

স্বর্গীয় প্রবীর রায় (পিন্টু) - র স্মরণ সভা

সভাকক্ষেই আয়োজন হয়েছিল প্রবীর রায় (পিন্টু) এর স্মরণ সভার।

২০শে জানুয়ারী সকাল এগারোটায় আয়োজন হয়েছিল প্রার্থনা সভার। শুরু অনেক আগেই সভাকক্ষ প্রায় পরিপূর্ণ। ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনিরুদ্ধ রক্ষিতের স্তোত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু ব্রহ্মসঙ্গীত ছিল অনুষ্ঠান সূচীর মধ্যে। রীনা শ্রীমল গাইলেন ''জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে'' এবং ''চিরসাথী হে''। ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত একক ''প্রভু আমার প্রিয় আমার'' এর সঙ্গে সঙ্গে রীনা-দির সঙ্গে গাইলেন ''সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি''। পার্থ সেগুপ্তের ভরাট গলায় ''ভেঙেছ দুয়ার এসেছো জ্যোতির্ময়'' অনুষ্ঠানে এক অনন্য মাত্রা দেয়।

সুদীপ শ্রীমল ও অলকানন্দা রায়-এর স্মৃতি চারণা উপস্থিত সকল শ্রোতার কাছে প্রবীর রায়-এর কর্মজীবনকে বাঙময় করে তোলে। সবশেষে সম্মিলিত কণ্ঠে ''আগুনের পরশমণি'' সকলের মনকে এক অপার্থিব ভাবনায় ভরিয়ে দেয়।

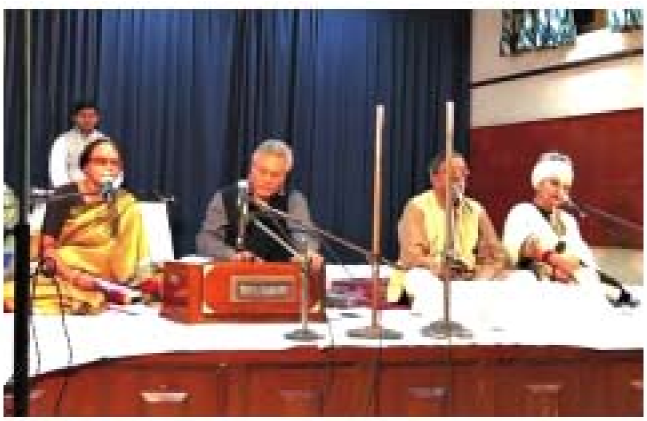

পিন্টু - তুই ভালো থাকিস

গত ১০ই জানুয়ারী ২০১৮, দুপুর দেড়টায় আমাদের স্পাইসজেটের ধর্মশালার ফ্লাইটটা দিল্লীর টার্মিনাল ওয়ানে ল্যান্ড করল। আমি আর স্বাতী প্রতি বছরের মত ছোট শ্যালক সন্তর ধর্মশালার হোয়াইট রিজ হোটেলে দশ দিনের ছুটি কাটিয়ে ফিরছি।

ধর্মশালার গোগ্গল এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে ওঠার পর, কলকাতা থেকে বন্ধু জাপ্পুর একটা এস.এম.এস পাই। ও আমাকে যোগাযোগ করতে বলছে। ক্যাপ্টেন ততক্ষণে টেক অফ ঘোষনা করে দিয়েছে। তাই মোবাইল সুইচ অফ করেছিলাম। দিল্লী পৌঁছে স্বাতীকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে যেতে যেতে জাপ্পুর ছেলে দ্বীপ-এর ফোন পেলাম। দ্বীপ দিল্লীতে থাকে।

হ্যালো, পার্থকাকু দ্বীপ বলছি, বাবা তোমাকে চাইছিল। কথা বলবে তুমি কোথায়?

আমি ধর্মশালা থেকে এই মাত্র দিল্লী এলাম। টার্মিনালে ওখানে লিফ্টে আছি। আমি একটু বাদে কথা বলছি।

ফ্রাস্ট ফ্লোরে লাউঞ্জে পৌঁছে দিয়ে স্পাইস জেটের লোক চলে গেল। কলকাতার ফ্লাইট ধরার আগে আবার আসবে বলে। আমি এবার দ্বীপের লাইনটা মেলালাম।

বল দ্বীপ, পার্থকাকু বলছি

একটা খারাপ খবর আছে কাকু

বছরের শুরুতেই খারাপ খবর দেবে?

উপায় নেই, বলতেই হচ্ছে। ঘন্টা দুই আগে বোম্বেতে পিন্টু কাকু মারা গেছেন। বাবা তোমাকে সেটাই জানাতে চাইছিল।

মুহূর্তের মধ্যে, মনটা চলে গেল গত ১৯৬০ সালের দিনগুলোতে। গোলপার্কের সিটি কলেজে (হেরম্ব চন্দ্র) ডে সেকশনে আমরা ক'জন বন্ধু বি-কম ক্লাসে ছিলাম (১৯৬০-৬২)। তাদের মধ্যে প্রবীর রায় ওরফে পিন্টু একজন। কলেজের বি.কম.-এ দুটো সেকশন মিলিয়ে প্রায় ১০০ জন ছাত্র ছিল তাদের সবার সঙ্গে তো আর যোগাযোগ নেই। আছে শুধুমাত্র ৬-৭ জনের সঙ্গে, এত বছর ধরে প্রায় ৫৮ বছর তো হল।

ঐ ছয় সাত বলতে, সুদীপ, মিন্টু, বাপ্পা, পিন্টু রায়, বাচ্চু ব্যানার্জী, চন্দন মজুমদার, দিবোন্দু ভদ্র, দিলীপ চক্রবর্ত্তী ও দেবু (দেবরঞ্জন রায়)।

পিন্টুর সঙ্গে আমার শেষবার দেখা হয়েছিল ২০১৬ সালে কলকাতার সি.আর.সি.ক্লাবে। সুদীপ-রীতার পঞ্চাশতম বিবাহ বার্ষিকীতে। সদাবাস্যময় পিন্টু ঘুরে ঘুরে নিমন্ত্রিতদের দেখাশুনা করছিল। পিন্টু অনুযোগ করল। আমি কেন ওর খোঁজ করিনা।

আমার উত্তর ছিল - "তুই কবে কলকাতা আসিস আর কবে চলে যাস জানতেই পারিনা - তাই দেখা হয়না"।

আমাকে দিয়ে তখনই ওর মোবাইল নম্বর সেভ করাল সেই সঙ্গে বুবলার নাম্বারও। তারপরে সেই রাত্রে আর বিশেষ কথা হয়নি। ও ব্যস্ত হয়ে গেল মিনন্ত্রিতদের তদারকে। সেই আমাদের শেষ দেখা। তারপর দু-বছর বাদে ১০ই জানুয়ারী দুপুরে খবর পেলাম, পিন্টু আর নেই।

কলেজের বন্ধুরা এক এক করে অনেকেই চলে গেল। বাপ্পা, বাচ্চু ব্যানার্জী, ভাস্কর (চন্দন মজুমদার, দেবু (দেবরঞ্জন রায়) আর এই বছরের শুরুতে আরো একজন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা রইল।

"পিন্টু তুই ভালো থাকিস।"

পার্থসারথী দত্ত।
(বাল্যকালের বন্ধু)

নাট্যদলের জন্মদিন

৭ই জানুয়ারী নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম নাট্যদলের জন্ম হয়েছিল, আজ থেকে ১৫ বছর আগে ২০০৩ সালে আকাডেমি মঞ্চে **"মহাবিদ্যা প্রাইমারী"** নাটকের মধ্য দিয়ে এই নাট্যদল নাট্যজগতে পা রেখেছিল। যেদিন এই নাট্যদলের পুরোধা ছিলেন নাট্যকার রমাপ্রসাদ বণিক। আজও তার আর্তমানে এই নাট্যদল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গেই এগিয়ে চলেছে।

এবারের ২০১৮-র জন্মদিনে এই নাট্যদল মঞ্চস্থ করল **"আশ্রয়"** নাটকটি। এই নাটকের কাহিনী দেবেশ মুখোপাধ্যায়, নাট্যরচনা -অমিত বিশ্বাস ও পরিচালনা - জীবন সাহা। নাটকটি মানুষের সম্পর্ককে এক অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছে। বর্তমানে সমাজকে এক নতুন দিশা দেখিয়েছে এই নাটক। সাধারণ মানুষের গ্রহনীয়তা এই নাটকটিকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এই নাটকের ভুলোমামার চরিত্র বক্তব্য শুনে দর্শকের কাছে এক অন্যমাত্রা পেয়েছে। "অরিত্র"-র অভিনয় চরিত্রে সঙ্গে এমনভাবে মাখামাখি হয়ে গেছে তাকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করার সুযোগই নেই। গৃহকর্ত্রী নমিতা বাড়ীওয়ালা ত্রিবেদী, সেকন্ড পুলিশ অফিসার নবকৃষ্ণ - এই সব চরিত্রদের অভিনয় এতই প্রাণবন্ত যে নাটককে মানুষের কাছে পৌঁছতে এতটুকু কসরৎ করতে হয়নি। আসলে সামগ্রিক অভিনয় বা চরিত্রায়ন বক্তব্যের সঙ্গে এমনভাবে আত্মস্থ হয়েছে যে অভিনয় সম্পর্কে বেশী আলোচনা নিষ্প্রোয়জন।

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের নাটক মানেই আকাডেমি প্রেক্ষাগৃহে স্রোতের ধারার মত মানুষের প্রবেশ। এবারে জন্মদিনেও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি বরং মানুষের উপস্থিতি অন্যান্য দিনকে বেশ টেক্কা দিয়েছে। নাটক যদি শিল্পী আর নাট্যমোদী মানুষের মিলন স্থল হয়ে ওঠে, তবে তার থেকে বেশী পাওনা আর কিছুতেই হয়না।

৭ই জানুয়ারী জন্মদিন আকাডেমি প্রেক্ষাগৃহে সেইরকম এক মিলন সঙ্গম হয়ে উঠেছিল। আর সেই মিলনসঙ্গমে মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা বিপ্লব দাশগুপ্ত, কর্ণধার সুদীপ শ্রীমল পরিচালক জীবন সাহা ও নাট্যকার অমিত বিশ্বাস।

THANK YOU DONORS FOR HELPING HANDICAPPED CHILDREN

Our sincere thanks to donors for their cooperation and support which has made it possible for to provide scholarships to handicapped children for continuing their academic/vocational training.

Ajoy Banik (Baisaki Banik fund)	Abhishek Ghosh
Arun & Gopa Chakraborty	Somnath Dutta
Ankit Santra	Saunak Basak
Arpita Nandi	Biswajit Halder Keya Das Purba Sikari
Aparna Chakraborty	Daipayan Seth
Anindita Nag	Sangita Parvin
Ahana Resort	Prabir Das
Anandilal Poddar Charitable Trust	Isha Halder Raju Nandy Rachita Debnath Asfaq Hussain Gargi Pal Trishna Dutta Arindam Barman Raunak Halder Niladri Das Ujjayini Karmakar
Aloka Banerjee	Sounak Basak
Asit Kumar Tarafdar	Puya Mondal
Biplab Bhattacharya	Krishnakanta Bera Sumit Das Anisha Khatun Safiur Rahaman Rahul Naskar
Banshi Binode Bandopadhyay	Chiranjit Malik Sayan Barui Abhijit Karmakar
Col. S. Chakraborty	Latika Roy
Dipankar Maitra	Asish Shaw
Debojyoti Dutta	Deep Sikdar
Debarati Das	Sima Das
Dhrubojyoti Sengupta	Asif Nasif
Dr. Jayanta Kr. Barua	Sima Das
Dr. Kalpana Mondal	Deb Purkait Avishek Ghosh Pratik Paul Ankit Sharma
Dr. *Sunanda Sen*	Sudipto Kundu Supriya Das
Dr. Sukhendu Samajder	Jayanta Das
Ekta Trust	Akash Bala Rupa Das Ruma Sen Payel Mondal Avinash Mondal Sifa Ikbal Imran Sk. Daraksha Sarfuddin Md. Safar Alam Rupam Debnath Bikram Karan Suman Sardar
Education & Health Care Foundation	Surojit Mondal Siba Ghosh Arup Halder Chitra Chakraborty Tarit Pariwal Arijit Das
Geeti Dasgupta	Sonia Das
Gayatri Ganguly	Md. Faisal Sampad Basak
Golf Residency Ladies Club	Deeptosh Sen
Guardians of Nehru Children's Museum	Tannazzoh Jeelani Arindam Das Priya Chowdhury Isha Halder Priti Sarkar Pupun Chakraborty Shreya Pandey Sanjeeda Parvin Mousumi Das Avisekh Ghosh Srestha Paul Sudipta Kundu Supriya Das Manas Debnath Puja Das Jayeeta Tarafdar Kinkar Sarkar Sima Das Prateek Paul Mritunjoy Singh Samit Das Krishnakanta Bera Asish Dey Asif Nasir Kunal Dey Riya Ghosh Ayesha Ali Prakash Chakraborty Ankit Bhagat Asish Shaw Sanchita Chakraborty Sanjib Pailan Som Mahato Asit Das Daipayan Seth Bushra Basir Krishna Patra
Himangshu Kumar Shah	Suhani Mullick Nita Modal Sushmita Bhangar
IPPL Seva Trust	Jit Halder
Krishna Devi Jalan Charitable Trust	Priyangshu Hansda Animesh Chowdhury
Kamal Kumar Das in Memory of *Sairee Das*	Tulika Dey Rubina Khatoon Sujoy & Sujit Nandy
Kaberi Singha Sadhukhan	Animesh Chowdhury

THANK YOU DONORS FOR HELPING HANDICAPPED CHILDREN

Lohia Charitable Trust	Tanuja Kumari
Mujtaba Husain	Sourav Chakraborty
Momtaj Rauf	Sourav Das Deep Das
M. L. Chakraborty	Biswanath Majumdar Pallab Tanti
Madhumita Bhattacharjee	Jhumpa Mahali Sukanya Rajbanshi
Mriganko Kumar Roy *(M.N.Consultants Pvt. Ltd.)*	Asish Bose Tanuzza Zilani
Mrs. Rekha Jain (In memory of *Lt. Akhil Ch. Jain*)	Krishna Kanti Sujoy Bhadra Asis Dey Prakash Chakraborty Md. Sakil Jabed Pailan
Mohit Kr. Ghosh Memorial Public Charitable Trust	Jayanta Tarafder Kinkan Sarkar Sounak Basak Riju Hazra Madinaturn Nesa
Nauser Ali	Animesh Chowdhury
Nevatia Education Trust	Tamal Pramanick
Nilmoni Gangopadhyay in memory of *Ganesh Chandra Gangopadhyay*	Deb Purkait
Nupur Mukherjee	Lakshmi Nandi
Om Prakash Jhunjhunwala in memory of *Late Kalawati Devi Jhunjhunwala* *Late Bimala Devi Jhunjhunwala* *Late Meera Gupta*	Tarit Pariwal Rohini Roychowdhury Avijit Karmakar Pupun Chakraborty
Paramita Chaudhury	Surojit Adhikary
Pushpa Jain Trust	Jahir Mistri Biswajit Halder Sraboni Pramanik Krishnendu Naskar Priyanka Samaddar
Partha Sarathi Chandra	Sudipto Halder
Regent Estate Ladies Club	Sayan Goswami
Rajdip Pal	Megha Khan
Ratna Bhattacharya	Supriya Das Sangam Guha Nupur Chakraborty Sujoy Bhadra
Rupa Manjari	Sangram Guha
Rajesh Verma	Tapashi Mondal
Srabanti Roychowdhury	Nupur Chakraborty Sujoy Bhadra
Srabonee Mitra	Sayan Bhowmick Rituparna Ghosh
Srinivas Rao	Saikat Ghosh Arijit Kanjilal Mongal Das Sraboni Pal Sarmistha Gharai
Swapna Mallick Janakalyan Trust	Subir Sarkar
S. S. Mukherji	Tarit Pariwal Avijit Das Anusri Nath Srestha Pal Lipika Mondal Shalini Shaw Rajat Desai Tamal Pramanik Rohini Roychowdhury Pratik Pal Dipankar Halder Rakesh Kr. Shaw Samrun Khatoon Piyasa Das Palash Sardar Md. Danish Snigdha Pan Krishna Patra Md. Faizal Sumaiya Yasmin
Siraj Haque	Arijit Debnath Sahid Raja Rohit Mahato Rupam Chakraborty
Sirsha Gupta	Suvankar Dey Alapan Mondal
Sudipta Biswas	Aniket Bhagat Dipannita Das Subham Nandi Shritu Mondal Megha Dutta
Shankar Dutta	Sumona Nandi
Saktigarh & Associates	Sujan Paik Nayan Paul
Sudeshna Bhar (Kundu)	Lakshmi Nandy Bipasha Pan Isha Halder Mousumi Das
Sadhan Bagchi	Tithi Saha Krishna Patra
Sandip Nowlakha	Najma Khatun
Santanu Chakravarty	Rizu Hazra Sangram Guha Pallab Tanti
Tanmoy Sen	Gargi Paul
Uma Chandra in memory of *Master Mainak Dutta*	Ankit Sharma

NEHRU CHILDREN'S MUSEUM

45th SIT & DRAW ART CONTEST

Open to children 5 to 16 years and Handicapped children 5 to 18 years
(age as on 1st April 2018)

Preliminary Contest at NEHRU CHILDREN'S MUSEUM

Group	Subject	Date of Contest
GREEN Group 5 to 8 years	Your favourite Cartoon Character or Sunrise	30th March'18
WHITE Group 8 years 1 day to 12 years	Clean City (Green City) or Holi Festival	30th March'18
BLUE Group 12 years 1 day to 16 years	Football Match or Hospital Outdoor	30th March'18
Handicapped children		
YELLOW Group 5 years to 12 years	Alpana or Fishing	30th March'18
RED Group 12 years 1 day to 18 years	Mythological Character or Traffic Jam	30th March'18

Preliminary Contest at ANKUR 30th March 2018

for GREEN, WHITE, BLUE, YELLOW & RED GROUP

Preliminary Contest at CO OP BANQUET on 31st March 2018

1 min. away from Gariahat crossing Beside Bazaar Kolkata and Ekdalia crossing
for GREEN, WHITE, BLUE, YELLOW & RED GROUP

Prizes for winners in each group will be as follows :

First Prize	Certificate	+	Plaque	+	Rs. 1,200/-
Second Prize	Certificate	+	Plaque	+	Rs. 1,000/-
Third Prize	Certificate	+	Plaque	+	Rs. 750/-
Fourth Prize	Certificate	+	Plaque	+	Rs. 600/-
Fifth Prize	Certificate	+	Plaque	+	Rs. 400/-

Consolation Prizes in the shape of Plaques and Certificates for candidates securing 6th to 10th Place in each Group

Forms available @ Rs. 50/-

Admit Cards **available** at

NEHRU CHILDREN'S MUSEUM, 94/1 Chowringhee Road, Kolkata 700 020
Phone : 2223 3517 / 6878 / 1551 / 0424 / 4807 / 96745 73406 / 98366 65588
Except Mondays and Tuesdays

MEELSELLS ADS, 16/2 Gariahat Road, 1st Floor, Kolkata 700 019
Phone : 2460 4291 (open daily from 11 a.m. to 2 p.m. except Sunday)

& at ANKUR, P5 Regent Estate, Jadavpur, Kolkata 700 092, Phone : 2412 6567
Open daily from 11.30 a.m. to 8.00 p.m. Except Mondays

LEKHAPARA, Balitikuri, Howrah, M.: 94335 32682

Editor : Prabal Dutta, Associate Editor : Indrani Sengupta, Published by Indrani Sengupta on behalf of National Cultural Association and printed at Display Printers Pvt. Ltd. 16/3 Gariahat Road, Kolkata 700 019.
Contact : 94/1 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020, E-mail : nehrumuseum1972@gmail.com